দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 19 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

পাঠ্যবই নিয়ে শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি

পূর্ব আশঙ্কা অনুযায়ী বছরের শুরুতে পাঠ্যবই হাতে পায়নি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা। এবছর পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণের টেন্ডার প্রক্রিয়ায় দেরী এবং তারই ধারাবাহিকতায় পাঠ্যবই প্রকাশেও অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত খবর অনুসারে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য প্রকাশিত প্রাথমিক পর্যায়ের পাঠ্যবই এখন পাওয়া যাচ্ছে কালোবাজারে। অপরদিকে, ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক বাজারে ছাড়া হয়েছে বলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের পক্ষ থেকে দাবী করা হলেও প্রকৃত চিত্র ভিন্ন। ২১টি বই-এর ৪১ লাখ কপির প্রায় অর্ধেকই এখন প্রেস ও বাইন্ডিং কারখানায়। পাঠ্যবই সংগ্রহের জন্য বইপাড়া বলে খ্যাত বাংলা বাজার, নীলক্ষেত, নিউমার্কেট এবং বিভিন্ন স্কুলের সামনে লাইব্রেরীগুলোতে পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতাদের লাইন লক্ষ্য করা গেলেও এ মাসে সব বই বাজারে যে যাচ্ছে না এটা নিশ্চিত। এবার মাধ্যমিক পর্যায়ের জন্য ৬৪টি বই ১ কোটি ৭৩ লাখ ৩২ হাজার ১০৪ কপি ছাপানো হচ্ছে। তিন কিস্তিতে বই বাজারে ছাড়ার কথা ঘোষণা দেয়া হলেও সারাদেশের শিক্ষার্থীদের কাছে বই এখনো পৌছেনি। প্রাথমিক পর্যায়ে বই বিক্রি নিষিদ্ধ হলেও প্রচণ্ড চাহিদার সুযোগ নিয়ে কালোবাজারিরা ফায়দা লুটছে।

নতুন বছরের প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী স্তরের বিনামূল্যের পাঠ্যবই বিক্রি নিষিদ্ধ হলেও বাংলাবাজার, নীলক্ষেতের বিভিন্ন বইয়ের দোকানে ধুমসে বিক্রি শুধু দৃষ্টিকটু নয় দণ্ডনীয় অপরাধও বটে। তৃতীয় শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর বই সেট প্রতি ২শ'-সোয়া দুশ' টাকায় বিক্রি হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। থানা ও জেলা শহরের বই দোকানেও একই গর্হিত কাজের প্রাকটিস সমানে চলছে। বিনামূল্যের বই বিক্রি ধরার জন্য লোক দেখানো অভিযানও ইতোমধ্যে হয়েছে। কিন্তু 'ম্যানেজ কারিশমা'র গুণে বাংলাবাজার ও নীলক্ষেতের কোন বড় দোকানের গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগেনি।

নির্ধারিত মূল্যে মাধ্যমিক পর্যায়ের বই বিক্রির পাশাপাশি চড়াদামে বিক্রি হচ্ছে নিষিদ্ধ নোটবই। চলতি বছর প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী স্তরের বিনামূল্যের বই সর্বমোট ছাপা হচ্ছে ৭ কোটি ১৯ লাখ ৮১৪টি যার বড় অংশ ইতোমধ্যে কালোবাজারের মাধ্যমে দেদারসে বিক্রি হচ্ছে বাজারে।

শিক্ষাবর্ষ শুরু হবার আগেই কোমলমতি প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের হাতে বই পৌছে দেয়ার জন্য নিরন্তর তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও এবারও ব্যর্থ হল জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি)। পাঠ্যপুস্তক সময়মত প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা অপরিহার্য হলেও এবারের বিলম্বের কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ পাওয়া যায়নি। তাছাড়া ৩০ নভেম্বরের মধ্যে বই ছেপে সরবরাহ করার নির্দেশ দেয়া হলেও শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য প্রেসগুলোকে সতর্ক করা কিংবা অন্য কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা জানা যায়নি। বই সংকটের কারণে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাবর্ষ বিলম্বিত হওয়া ছাড়াও পড়াশুনার যে ক্ষতি হল তা কোন অবস্থাতেই পূরণ করা সম্ভবপর নয়। এছাড়া পাঠ্যপুস্তক না পেয়ে নিম্নমানের ও বিকৃত গাইড অধ্যয়ন করে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধা মননে ঘুণ ধরছে। হ্রাস পাচ্ছে চিন্তা শক্তি। আইনের প্রয়োগ না থাকায় বছরে ১শ' কোটি টাকার বিক্রি নিষিদ্ধ নোটবই কেনাবেচা হচ্ছে গাইডের নামে। নোটবই বিক্রির শাস্তি ৭ বছর কারাদণ্ড অথবা ৩০ হাজার টাকা জরিমানা কেবল কেতাবে সীমাবদ্ধ থাকায় প্রতিবছর নতুন নতুন ব্যবসায়ীরা গাইড ব্যবসায় উৎসাহী হয়ে প্রকাশনায় নেমে পড়ছে। ভুলেভরা ও গোঁজামিল দিয়ে অঙ্ক মেলানো এসব গাইড পড়ে শিক্ষার্থীদের অনেকের সিরিয়াস পড়াশুনা করার অভ্যাসই শুধু নষ্ট হয় না অনেকে ভাল ফলাফল করার জন্য প্রকৃতপক্ষে করণীয় কি সে সম্পর্কে বিভ্রান্তির শিকার হয়। এনসিটিবিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির মহোৎসবের সুযোগে গাইড ব্যবসায় এই রমরমা অবস্থার অবিলম্বে অবসান হওয়া প্রয়োজন। অপরদিকে এখনই এনসিটিবির টেন্ডার ও কমিশন বাণিজ্যের রাশ টেনে ধরা না গেলে কোনবছরই শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত পাঠ্যপুস্তক পৌছাবে না। ফলে ক্ষতি যা হবার তা শিক্ষার্থীদেরই হবে। বর্তমানে দেশব্যাপী চলছে যে যৌথ অভিযান– তার পরিধি বইয়ের কালোবাজারিদের ক্ষেত্রেও প্রসারিত করা জরুরী। বিনামূল্যের বই কালোবাজারে বিক্রির সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। গাইডের ছদ্মাবরণে নোটবইয়ের ব্যবসাও অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। এনসিটিবির দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করা গেলে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ নিয়ে ন্যক্কারজনক নাটকের ইতি ঘটতে বাধ্য। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার দৃষ্টিকোণ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গোটা বিষয়টি মূল্যায়ন করলে পাঠ্যবই নিয়ে দুর্নীতির অবসান হবে সময়ের ব্যাপারমাত্র।